শাইখ আবু কাতাদাহ আল-ফিলিস্তিনী (আল্লাহ তাঁকে হেফাজত করুন)

এর পক্ষ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা

জিহাদের জন্য যারা এবং জিহাদকে ভালোবাসেন যারা, তাদের প্রতি একটি বার্তা

বালাকোট

BALAKOT MEDIA

শাইখ আবু কাতাদাহ আল-ফিলিস্তিনী (আল্লাহ তাঁকে হেফাজত করুন) এর পক্ষ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা

জিহাদের জন্য যারা এবং জিহাদকে ভালোবাসেন যারা, তাদের প্রতি একটি বার্তা

লেখক: আবু কাতাদাহ আল-ফিলিস্তিনী

পরিবেশনায়: বালাকোট মিডিয়া

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আল্লাহর সাহায্য কামনা করি, সকল প্রশংসাই আল্লাহর জন্য, যিনি সারা জাহানের মালিক। মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবারের উপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক।

খুব দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এই পত্র লিখছি আমি, যদি না আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির উপর শর্ত দিতেন, আমি এত তাড়াহুড়ো করতাম না এই পত্রটি লিখার জন্য। আল্লাহর শপথ, আমি নিজে অনেক সংগ্রাম করেছি এই পত্র না লিখার জন্য। যদিও আমি পারিনি এই ভয়ে যে, আল্লাহ আমাকে সত্য গোপন করার জন্য প্রশ্ন করবেন যা আমি বিশ্বাস করি। আমি কঠোর চেষ্টা করেছি গোপনে ও প্রকাশ্যে যারা জিহাদের সাথে সম্পর্কিত তাদের যেন কোন বিপদ না হয়, যদিও কিছু লোক মিথ্যা ও ভুল পথে নিমজ্জিত। তাদের মূল লক্ষ্য হল জিহাদের জন্য ভালো কিছু না করে ক্ষতি করা। এই কথার ভার পড়ছে ইসলামিক স্টেট অব ইরাক এবং এর আশ শাম এর শাখাটির নেতাদের উপর।

কোনো সন্দেহ ছাড়া ইহা আমার কাছে অত্যন্ত পরিষ্কার যে এই দলটি, তাদের সামরিক ও ইসলামী নেতৃত্ব এবং তাদের কর্ম সাক্ষ্য দেয় যে, তারাই "জাহান্নামের কুকুর"। এবং তারাই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এ বর্ণনার সাথে সবচাইতে বেশী উপযুক্ত - "তারা মুসলমানদের মারে ও মুশরিকদের ছেড়ে দেয়, আল্লাহর শপথ যদি আমি তাদেরকে জীবিত অবস্থায় পাই, আমি তাদেরকে হত্যা করবো যেভাবে আদ জাতিকে হত্যা করা হয়েছিল।"

আমি কোনো দ্বিধা ছাড়াই এই রায় দিচ্ছি তাদের অশুভ কর্মের জন্য। তারা নাসীহা, সত্য কথা ও দিকনির্দেশনা শুনা বন্ধ করে দেবার আগ পর্যন্ত আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি তাদেরকে নাসীহা দেবার জন্য। আমি এই শব্দগুলো তাদের প্রতি আরোপিত সেই সকল ব্যক্তিদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছি যাদের ভেতর অন্তত এক আউন্স পরিমাণ হলেও সুন্নাহ আছে, দ্বীন ও তাকওয়া আছে, যারা মুসলমানদের রক্ত ঝরাতে ভয় পায়, তাদের জন্য এই হলো আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাণী এই সব লোকদের জন্য।

সমকালীন সময়ে এমন মানুষদের সাথে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বর্ণনার মিল খোঁজার জন্য অন্য কোনো নাম অনুসন্ধানের দরকার নেই। কেউ বলতে পারেন যে, খাওয়ারিজি নামটা তাদের আকীদার সাথে যায় না কেননা খাওারিজিরা বলে, 'যারা কবিরা গুনাহ করে তারা কাফির।' কিন্তু রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বর্ণনা আমাদেরকে প্রদর্শন করে

তাদের গুণাবলীর দিকে, তাদের উদ্দেশ্যের দিকে নয়। তাদের নেতৃত্বের গুনাবলী এখনও তাই আছে যা ছিল আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর সময়। তাই কারো এ নিয়ে বিতর্ক করা উচিৎ হবে না রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বর্ণনা দিয়ে বিচার করা ছাড়া। এদের উদাহরণ হচ্ছে, যারা সত্যের উপর থাকা মানুষ যেমন জাবহাত আন নুসরাহ (আল্লাহ তাঁদের রক্ষা করুন), এরা তাঁদের উলামা ও তাঁদের কমান্ডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।

যারা অপবাদ দেয় জিহাদের আমীরদের উপর, যেমন (বিচক্ষণ) আল যাওয়াহিরী এর উপর এবং যারা দাবি করে যে, তিনি তাঁর মানহাজ বদলিয়েছেন, তারাই নিজেদের কথা নিয়ে ছলচাতুরী করে। এর কারণ হলো, তাদের জিহাদের রাস্তায় কোনো অভিজ্ঞতাই নেই এবং তারা জিহাদের লোকদের আকীদাকেও বুঝে না, তাদের কথাও না তারিকাও না। বড়ই অদ্ভুত যে, তারা দাবি করে যে, আল যাওয়াহিরী (আল্লাহ তাঁকে হেফাযাত করুন) এর ভাবাদর্শ শাইখ আবু আব্দুল্লাহ (উসামা) বিন লাদেন (রহিমাহুল্লাহ) এর থেকে আলাদা। কেউই তাদের বিশ্বাস করে না তারা ছাড়া যারা একই দাবি করে, যাদের কোনো জ্ঞান নেই মানুষদের ইতিহাস ও কৃতিত্ব সম্পর্কে।

আর যারা অন্যদেরকে অভিযুক্ত করছে বিভ্রান্ত হিসেবে তাদের কথা আর পরিভাষার জন্য, আসলে তারাই পথভ্রষ্ট, অজ্ঞ ও মিথাবাদী হিসেবে বর্ণিত হবার জন্য সবচাইতে বেশী যোগ্য। যদিও এসব আমাকে তেমন বিচলিত করতে পারেনি, কিন্তু তাদের অপরাধসমূহই আমাদেরকে আমাদের নির্দোষিতার স্বীকৃতি ও তাদের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করার জন্য বাধ্য করেছে। কারণ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বর্ণনা তাদেরকেই মানায়।

আমি জানি কিছু লোক অনেক কিছুই বলবে। এর মধ্যে এও বলবে, "জেলে থাকা লোকটি কিছুই জানে না।" আমি বলবো, "আল্লাহর শপথ, আমি জানি তোমাদের থেকে বেশী।" এখানে আমার কাছে আসা তথ্যের কমতি নেই, কিন্তু তথ্য প্রকাশ করার কমতি রয়েছে। আমার এমন অবস্থা নেই যে, আমি প্রতিদিন বিবৃতি দিতে পারবো অন্যদের মতো। এর ফলে ময়দান খালি পড়ে আছে গৌণ ও গোঁড়া ব্যক্তিদের কাছে, যারা দাওলাহ (দাওলাতুল ইসলামিয়্যা ইরাক ও শাম) কে আঁকড়ে ধরে আছে যেভাবে অজ্ঞ লোকেরা কোনো জ্ঞান ও সচেতনতা ছাড়াই নিজ গোত্রকে আঁকড়ে ধরে রাখে। আমি এখানে শুধু তাদেরকেই উদ্দেশ্য করে বলছি না। যদি দ্বীনের মাঝে বিদআত মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে তাহলে তা সেইরূপ হয়ে যায় যেমন কুকুরের রোগ, যা তাকে দুর্বল করে ফেলে এবং তার বহির্দৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টি উভয়েই অন্ধত্ব সৃষ্টি করে। আল্লাহকে ধন্যবাদ জানাই অন্য এক

পরিপ্রেক্ষিতে, যে, এই বিষয়টি এমন পর্যায়ে গিয়েছে যে, সত্য বের হয়ে এসেছে, যার ফলে জিহাদী দল ও চরমপন্থী বিদআতীদের মধ্যে পার্থক্য প্রকাশ পেয়ে গেছে। আমার সমবেদনা আশ-শাম এর মুজাহিদ ভাইদের জন্য, যারা কষ্ট অনুভব করছে সেই সব যোদ্ধাদের অপরাধের জন্য যারা একসময় তাদেরই সাথে এক হয়ে অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন, কিন্তু তাদের পাগলামি এখন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তারা তাদের পূর্বের সহযোদ্ধাদের রক্তকে হালাল মনে করছে তাদের অজ্ঞতা ও চরমপন্থার কারণে।

আমি সকল মুজাহিদীন ও যারা তাদেরকে ভালোবাসেন তাদেরকে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদীসটি ভালভাবে পড়ার আহবান জানাচ্ছি, "আমার উম্মাহর মধ্যে এমন একটা দল থাকবেই . . . . . .।" এর মাধ্যমে এই চলমান দলটিকে জানা যায়, যাদেরকে অপরাধীরা ধ্বংস করতে চায় তাদের নেতাদেরকে দোষারোপ করে যারা জিহাদকে প্রতিপালন করেছেন তাদের চেষ্টা, ঘাম ও রক্তের মাধ্যমে। না!! তারা তো এমনকি তাদের পরিবার, সময় ও সন্তানদেরও কুরবান করেছেন। এর পরও কিছু মুজরিম (অপরাধী) তাদের বিরুদ্ধে এরূপ সর্বনাশা কথা বলেই চলেছে। আর তাই আমি জাবহাত আন নুসরাহর জ্ঞান সন্ধানীদের ধন্যবাদ জানাই, তাদের মধ্যে আছেন ডঃ সামি আল অরাদী, আবু মারিয়া আল ইরাকী, আবু আব্দুল্লাহ আশ শামী, এবং আল মোহাইসিনি। ধন্যবাদ দিতে চাই তাদের ধৈর্যের জন্য এবং সত্য কে প্রকাশ করার জন্য, এবং মূর্খদের মূর্খতা প্রকাশ করার জন্য। আমি জানি যে, আমি এখানে আশ শাম এর সকল জ্ঞানীদের নাম উল্লেখ করতে পারব না।

এই জিহাদ যেমন ঘৃণিত শত্রু দ্বারা আক্রান্ত ঠিক তেমনি তাদের দ্বারাও আক্রান্ত যারা মূর্খ কিন্তু জিহাদকে ভালবাসে। (যারা জিহাদ কে ভালবাসে কিন্তু মূর্খ) তারা যতটুকু ক্ষতি করে জিহাদের, শত্রুরাও ততটাই করে। যারা সত্যবাদী তারা যেন এমন লোকদের দ্বারা তারা যে যন্ত্রণার সম্মুখীন হয়েছে সে ব্যাপারে ধৈর্যশীল হয়। যারা সত্যবাদী তারা যেন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদীসের উপর অটুট থাকেন, "আমি তাদেরকে হত্যা করবো যেভাবে আদ জাতিকে হত্যা করা হয়েছিল।" এই উক্তিটি খাইবারের ইহুদীদের উদ্দেশ্যে ছিল না, বা বানু নাদির বা বানু কায়নুকার উদ্দেশ্যেও ছিল না। এটি কুরাইশদের উপরেও বাস্তবায়ন করা হয় নি। এবং এরা সকলেই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর চরম শত্রু ছিল। এর কারণ হচ্ছে এটি এমন কুকুরের পাগলামি যা শুধরানো যায় না, এবং যারা এদের সাথে আছে তারা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উম্মাতের জন্য খুবই ক্ষতিকর। এই দলটির এ বিষয়টি

ঐতিহাসিক। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এক দুইজন এদের মধ্যে বেঁচে যায় এবং তাদের ভুল পন্থা ছড়াতে থাকে মরুভূমিতে এবং যেখানে জ্ঞানের অভাব সেখানে, যার ফলে তারা এক সময় যা করতো তা আবার ফিরে আসে। আজকে যারা এই দলের রয়েছে তারা আগেও ছিল। তাদের মধ্যে বিন্দু মাত্র পার্থক্য নেই। যদি প্রশ্নকর্তা এই সম্পর্কে রায় ও প্রমাণ জানতে চায় তাদেরকে জিহাদের উলামাদের কাছে পাঠানো দরকার। ইহা বড়ই বেদনাদায়ক যে, তাদের মূর্খতা এই পর্যায়ে গিয়েছে যে, তারা জিহাদের উলামাদেরকে নিজেদের শত্রু মনে করছে, তাঁদেরকে মুরতাদের বিশেষণ দিচ্ছে, তাঁদের নেতাদেরকে গুপ্তহত্যা করছে ও তাঁদের সম্পদকে হালাল মনে করছে। এসবের পরও প্রশ্নকর্তার আর কি সন্দেহ থাকতে পারে!

এই ছিল আমার কথা তাদের সম্পর্কে। আমি আল্লাহর সামনে এই অবস্থান নিয়েই দাঁড়াবো, এবং যদি এটি জিহাদের কোনো কাজে না আসতো তাহলে আমি চুপ করে থাকতাম, আমি এটিই করতাম। আল্লাহর শপথ আমি এই কথাগুলো দিয়ে আপনাদের নাসীহা দিতে চেয়েছি। আমি চেয়েছি সুন্নাহ ধরে রাখতে, আমি চেয়েছি মূর্খতাকে প্রতিরোধ করতে এবং জিহাদকে তাদের থেকে পরিশুদ্ধ করতে। আমি এমন অবস্থায় এসব বলছি যে অবস্থায় আমি লোকেদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারব না, পারব না কিছু বলতে যারা আমার বিরোধিতা করবে বা আমাকে সন্দেহ করবে। একজন লোকের খুব কম সময়ই আছে যতটুকু সম্ভব আল্লাহকে খুশি করার চেয়ে অন্য কিছু নিয়ে ভাবার। উপরোক্ত মত একই মানহাজের অন্যান্য উলামাদেরও। যদিও পৃথক ব্যক্তির রয়েছে পৃথক অজুহাত ও উপায়।

আল্লাহ যেন আমাদের পথ প্রদর্শন করেন যা আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। আল্লাহ যেন জিহাদ ও জিহাদের লোকদের বিজয় দান করেন। আমীন, আমীন।

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সারা জাহানের মালিক।

আপনাদের ভাই,

আবু কাতাদাহ

প্রকাশনার দিন:

২৮ জুমাদা আল উখরা, ১৪৩৫

২৮ এপ্রিল, ২০১৪